উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে সি পি আই (এম) - এর নীতি সংক্রান্ত দলিল

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে
সি পি আই (এম) এর
নীতি সংক্রান্ত দলিল

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ :
ডিসেম্বর, ২০১৩

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

দাম : ১০ টাকা

শুরুর কথা

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের উপজাতি জনসংখ্যা ১০ কোটি ৪৩ লক্ষ। এটা মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। এই বিরাট সংখ্যক উপজাতি জনগণের অবস্থাও তাদের সমস্যাবলী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এই অংশের জনগণের সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম চালানো এবং তাদেরকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলস্রোতে যুক্ত করার জন্য সি পি আই (এম) ২০০২ সালের ২৭ মার্চ একটি নীতিসংক্রান্ত দলিল গ্রহণ করে। তাতে উপজাতি জনগণের সামনে মূল ৮টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং এই সমস্যাগুলো নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে সংগ্রাম চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। পরে গঠিত হয় সর্বভারতীয় স্তরে আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ।

স্বাধীনতার পর এই অংশের জনগণ সবদিক থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া- জমিদার রাষ্ট্র তাদের সমস্যার কোনও গণতান্ত্রিক সমাধান করতে পারনি, করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি। ফলে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ দেশের কিছু অংশে। এটা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপদের কারণ।

নয়া আর্থিক উদারিকরণের দৌলতে তাদের ওপর শোষণ- নিপীড়ন আরও বেড়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ২০১১-১২ অনুযায়ী ২৪ শতাংশ গ্রামীণ উপজাতি বা আদিবাসীর কোনও ভূমিকা নাই। উদারিকরণের আগে ১৯৮৭-৮৮ সালে এই হার ছিল ১৬ শতাংশ। চাষাবাদ করে না, এমন গ্রামীণ উপজাতি পরিবারের শতকরা হার ১৯৮৭ -৮৮ সালে যেখানে ছিল ২৮ শতাংশ, ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৯ শতাংশ। উপজাতিদের মধ্যে দিনমজুরের সংখ্যা বাড়ছে। ২০০৯-১০ সালে গ্রামীণ এলাকায় উপজাতি দিনমজুরের হার ছিল ৩৭ শতাংশ। আজ তা বেড়ে হয়েছে ৪৭ শতাংশ। অন্যদিক, কৃষিতে দিনমজুরের শতকরা হার গ্রামীণ উপজাতিদের মধ্যে ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন উপজাতি জনগণকে জমিহারা করেছে, বনভূমি থেকে উচ্ছেদ করছে, কাজের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে, বেসরকারিকরণের সুবাদে সংরক্ষণের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিধ্বস্ত হচ্ছে এবং নারীদের মর্যাদা ও অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। এগুলো কোনওভাবেই উপজাতি সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। বরং, নানা বিভেদকামী আওয়াজ ও কার্যকলাপের জন্ম দিচ্ছে।

একমাত্র ব্যতিক্রম বামফ্রন্ট সরকারগুলি, বিশেষ করে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার। উপজাতি জীবনের চিহ্নিত সব কয়টি সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে, নিদেনপক্ষে নিরসনের জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণ করেছে। বনাধিকার আইন রূপায়ণে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে। সার্বিক উন্নয়নী কর্মকান্ড যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে প্রতিহত করতে পারে, ত্রিপুরা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতি-উপজাতি জনগণের ঐক্য সুদৃঢ় করা এবং রাজ্যের শান্তি ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা গোটা দেশকে পথ দেখাচ্ছে। স্বশাসন দেওয়ার ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা আদর্শস্থানীয় রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু, বিশেষ করে উদারিকরণের প্রভাব উপজাতি সমাজে নতুন নতুন প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে। এর মধ্যে কিছু আছে নেতিবাচক ও পশ্চাদমুখী। ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নের নানা সুযোগ খুলে যাওয়ার সুবাদে নতুন প্রজন্মের একটা অংশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি প্রলুব্ধ হচ্ছে। চিরাচরিত উপজাতি সমাজ ও সংস্কৃতিতে তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি জনগণের মধ্যে মতাদর্শগত কাজ বাড়াবার লক্ষ্যে উপজাতি সমস্যার ওপর সি পি আই (এম)'র নীতি সংক্রান্ত দলিলটি আবারও বই আকারে প্রকাশ করা হলো। বিভিন্ন স্তরের পার্টি ঘনিষ্ঠ দরদীদের কাছে এই দলিলটি পৌঁছানো দরকার। রাজ্য শিক্ষা সাব-কমিটির আশা এ পুস্তিকাটি পড়ে জাতি-উপজাতি উভয় অংশের রাজনৈতিক কর্মীরা সঠিক পথনির্দেশিকা খুঁজে পাবেন।

অভিনন্দনসহ

(বিজন ধর)
সম্পাদক
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
সি পি আই (এম)

আগরতলা
১২-০৮-২০১৩

আমাদের সমাজে উপজাতি জনগণের অবস্থা ও তাদের সমস্যাবলী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের উপজাতি জনসংখ্যা ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ। দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.০৮ শতাংশ (২০০১ সালের জনগণনায় তা আরও বেড়েছে)। এই ৮ কোটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজের সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের একটি অংশ। তাদের একটা বড় অংশ খনি ও বাগিচায় এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে কর্মরত সর্বহারাশ্রেণির অঙ্গীভূত। তারা ভূমিহীন গ্রামীণ গরীবদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সি পি আই (এম) -এর সময়োপযোগী কর্মসূচীর ৫.৬ নং অনুচ্ছেদে উপজাতি জনসমাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ " সাত কোটি আদিবাসী ও উপজাতি জনগণ নির্মম পুঁজিবাদী ও আধা- সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার। জমি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, অরণ্যের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত, ঠিকাদার ও জমিদারদের সস্তা ও দাসশ্রমের রসদ হিসাবে তারা কাজ করেন। কিছু রাজ্যে উপজাতি জনগণের সন্নিবদ্ধ অঞ্চল রয়েছে যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যেপূর্ণ। নিজেদের পরিচিতি সত্তা ও সংস্কৃতি বজায় রেখেই অগ্রগতির অধিকারের সপক্ষে উপজাতি জনগণের নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে। পরিচিতি সত্তা এমনকি অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ায় এবং বুর্জোয়া- জমিদার শাসকদের উদাসীন নীতির কারণে উপজাতি জনগণের কিছু অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা জন্ম নিয়েছে। তাদের অধিকার রক্ষায় উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্নিহিত অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবি। পুঁজিপতি - ভূস্বামী- ঠিকাদারচক্র উপজাতি নেতৃত্বকে কিছু সুবিধা পাইয়ে দিয়ে উপজাতি মানুষের চিরাচরিত সংহতি বিপর্যস্ত করতে চায়। তারা উপজাতিদের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করে নির্মম শক্তি প্রয়োগ করে তা দমন করে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতেই উপজাতি সমস্যাকে আমাদের বিচার করতে হবে। উপজাতি জনগণের সামনে মূল সমস্যাগুলি হচ্ছে ঃ **১. জমি ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ২. বনাঞ্চল ও তাতে প্রবেশাধিকার ৩. উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের সময় ব্যাপক সংখ্যায় তাদের উচ্ছেদ ৪. নারীর মর্যাদা ৫. সামাজিক নির্যাতন ৬. শিক্ষার সুযোগের অভাব ৭. ভাষা ও সংস্কৃতি ৮. স্বশাসন ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ।**

স্বাধীনতার পর ভারতীয় রাষ্ট্র উপজাতিদের সম্পর্কে ভুল নীতি অনুসরণ করতে থাকে। নেহরুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, উপজাতি জনগোষ্ঠী এক অনুপম সংস্কৃতির অধিকার। উপজাতি সমাজের অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের সময় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করতে হবে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে দুটো আলাদা ও বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে দেখার ফলে তারা এটা বুঝতে সক্ষম হননি যে, বস্তুজীবনের পরিবর্তন উপজাতিদের সাংস্কৃতিক জীবনেও অবশ্যই পরিবর্তন আনবে।

ঔপনিবেশিক কাল থেকেই ভূমি ও বননীতির ফলশ্রুতিতে উপজাতি অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরিণামে, উপজাতিদের জ্ঞানের ভিত্তি সংকুচিত ও ধ্বংস হয়ে যায়। এ ভাবে উপজাতিদের অধিকাংশই জীবিকা নির্বাহের জন্য অদক্ষ শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। যেহেতু এ সব কাজের মাধ্যমে তাদের টিকে থাকা সম্ভব নয়, সেহেতু রাষ্ট্রীয় দান- খয়রাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে তাদের বাধ্য করা হয়। স্বাধীনোত্তর কালে শিল্পায়নের কাজে উপজাতি এলাকার জাতীয় সম্পদের ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে অন্য এলাকার সঙ্গে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার অসাম্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ঔপনিবেশিক শাসনে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়া স্বাধীনোত্তর ভারতের অনুক্রমিক সরকারগুলি অস্বীকার করে উপজাতি এলাকায় নির্মাণধর্মী ও উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে কেবল দান- খয়রাতির দিকে আরও বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। ফলে বুর্জোয়া- জমিদারদের নীতিসমূহ এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে উপজাতি জনগণ সমাজের বাকি অংশের নিকট শুধুমাত্র সস্তা মজুর ও কাঁচামাল সরবরাহের উৎসে পরিণত হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার সুবাদে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজগুলোতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য অংশের জনগণের তুলনায় উপজাতিরা অক্ষম হয়ে পড়ে।

সি পি আই (এম) এর দৃষ্টিতে উপজাতি জনগণের উন্নয়ন একটা প্রক্রিয়া হিসাবে অ-উপজাতি জনগণের উন্নয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উপজাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে উপজাতি জনগণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং উপজাতিদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে উন্নত করতে হবে।

১. জমি ও জমি হস্তান্তর

উপজাতি সমাজের ঐতিহ্য অনুযায়ী জমি বিক্রয়যোগ্য পণ্য ছিল না। অধিকাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার কোনও ধারণাই ছিল না।

উপজাতিদের তাদের জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক কাল থেকেই। তারা বনাঞ্চলে যে জমিতে বসবাস করত, সেই জমিতে তাদের মালিকানা কোনও কালেই স্বীকৃতি পায়নি। জমির খাজনা ও মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। ঔপনিবেশিক এই শোষণের বিরুদ্ধেই প্রথম উপজাতি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের পরই উপজাতিদের জমি রক্ষার জন্য ছোট নাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট-এর মত আইনগুলি পাশ করা হয়।

অবশ্য, পুঁজিবাদী বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হওয়ার সুবাদে উপজাতিদের জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা অনবরত ঘটেই চলেছে। আইনগুলো সব কথার কথায় পর্যবসিত হয়েছে। আইনের বিভিন্ন ফাঁক-ফোকরকে কাজে লাগিয়ে ও অন্যান্য প্রতারণামূলক উপায়ে ব্যাপক হারে উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য বাদে সমগ্র উপজাতি এলাকায় এটা একটা সাধারণ সমস্যা।

সংবিধানের ৫ম তফসিলে উপজাতিদের জমি রক্ষার জন্য রচিত আইনগুলি উপজাতিদের ব্যাপক হারে জমি হারানো রোধ করতে পারেনি। আইনের ফাঁক এবং রাজনীতিক ও আমলাদের দুষ্টচক্র বিদ্যমান আইনি রক্ষাকবচগুলিকেও নস্যাৎ করে দিয়েছে। মর্টগেজ, লীজচুক্তি, বেনামি হস্তান্তর, রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে জাল মালিকানা সত্ত্বের দলিল, উপজাতি মহিলাকে বিয়ে করা অথবা বাড়িতে কাজ করা বেগার উপজাতি কৃষিমজুরের নামে জমি রাখা ইত্যাদি নানা উপায়ে অ-উপজাতিদের হাতে উপজাতি জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মৌলিক দাবি হচ্ছে, এ ভাবে হস্তান্তরিত উপজাতি জমি পুনরুদ্ধার করে উপজাতিদের ফেরৎ দিতে হবে। ঋণ ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উপজাতিদের প্রবেশাধিকার দিতে হবে। উপজাতি এলাকায় জীবন ধারণের উপযোগী কৃষি উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে উপজাতি জনগণের চিরাচরিত জুম চাষের (কাটা ও পুড়িয়ে

ফেলা) কথা এসে যায়। ভারতের উপজাতি জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ জুম চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। জুম চাষ থেকে তাদের সরিয়ে আনার জন্য এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা স্থায়ী কৃষি কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে কিংবা অন্য পেশায় তাদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভূমি সংস্কার

জমির দাবি মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হল ভূমি সংস্কার কার্যকরী করা ও উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও আদিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে বিলিবন্টন সুনিশ্চিত করা। বামফ্রন্ট শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১১ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি ২৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫ লক্ষের মত হবে উপজাতি পরিবার। ত্রিপুরায়ও ভূমিহীন উপজাতি পরিবারগুলি ভূমি সংস্কারের ফলে উপকৃত হয়েছে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে ৭ হাজার একর বেআইনি হস্তান্তরিত জমি উপজাতিদের ফেরত দেয়া হয়েছে। তারপর থেকে উপজাতিদের জমি বেআইনিভাবে হস্তান্তরিত হয়নি।

উপজাতিদের বেআইনি হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধারের আন্দোলন অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে। জমি হস্তান্তর রোধে চলতি আইনের ফাঁক-ফোকর বন্ধ করতে হবে। আমলাদের সহযোগিতায় প্রতারণার মাধ্যমে জমি হস্তান্তর বন্ধ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই আন্দোলন পরিচালনা করার সময় কোনও বিরোধ উপস্থিত হলে, উপজাতি ও অ-উপজাতি কৃষকদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য আমাদের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উপজাতি জমি দখলকারী অ-উপজাতি ক্ষুদ্র কৃষকদের অবশ্যই সমপরিমাণ জমিতে পুনর্বাসিত করতে হবে কিংবা এ ক্ষেত্রে অ-উপজাতি বড় ও ছোট কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য টানতে হবে। তবে উপজাতিদের বেআইনি হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধারের নীতিকে অবশ্যই ঊর্ধে তুলে ধরতে হবে।

২. বনাঞ্চল ও তাতে প্রবেশাধিকার

উপজাতি জনগণের বড় অংশ চিরাচরিতভাবেই বনাঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের জীবন- জীবিকার সঙ্গে বনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বন আইনগুলি বন ও আদিবাসীদের জীবনের মধ্যেকার জৈবিক যোগসূত্রে ফাটল সৃষ্টি করেছে। চিরাচরিত বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার

ঘটনা উপজাতি জীবনের অন্যতম বেদনাদায়ক অধ্যায়। বনাঞ্চল এখন আর তাদের অধিকারে নেই। বনাঞ্চল চলে গেছে বন দপ্তরের কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের হাতে।

ঠিকাদার, বনদপ্তরের কর্মকর্তা ও শাসকশ্রেণির রাজনীতিকদের অশুভ জোটের জন্যই বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে, মাটির সবুজ আবরণ বিনষ্ট হচ্ছে। উপজাতিদের কারণে তা হচ্ছে না। বনজ সম্পদ লুঠ ও গাছ কেটে ফেলা— এ সব হচ্ছে পুঁজিবাদী বিকাশের এক অমোঘ চিত্র।

বনআইন, যার সর্বশেষ সংস্করণ হল বন সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইন, ১৯৮৮ সালে তাতে উপজাতিদেরকে বনজ পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে না দেখে উপজাতিদের বনাঞ্চলে অনধিকার প্রবেশকারী ও বেআইনি দখলদার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বনহীন বনভূমিতেও উপজাতিদের প্রবেশাধিকার নেই। বনাঞ্চলে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বনকর্মী ও আমলাচক্রের বিরামহীন অত্যাচারের ফলে উপজাতি জনগণ তাদের চিরাচরিত পুষ্টিকর খাদ্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। পরিণামে, তাদের সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাসহ চিরাচরিত গোটা জীবনধারাটাই যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছে।

বনের ওপর উপজাতিদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি আমাদের সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাছাড়া, উপজাতিদের জীবিকার প্রয়োজনে ক্ষুদ্র বনজ সম্পদ সংগ্রহের অধিকার ও এসবের ওপর উপজাতিদের মালিকানার জন্য আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে। এসব ক্ষুদ্র বনজ সম্পদের বাজারজাতকরণের দায়িত্ব দিতে হবে সরকার পরিচালনাধীন সমবায়গুলিকে। উপজাতিদের সহজাত জ্ঞান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতির সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ব্যাপক উচ্ছেদ

একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর ১৫ শতাংশ হয় উচ্ছেদ কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ নির্মাণ ও বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পের জন্য উপজাতিদের ঘরবাড়ি ও বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করাটা স্বাধীনোত্তর ভারতের অন্যতম কলঙ্কজনক ঘটনা। এটা ঠিক যে, সমস্যাটির প্রতি আমরা যথোপযুক্ত নজর দিইনি।

আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তেমন কোনও কাজে আসেনি। অর্থের পরিমাণ তো কম ছিলই, উপরন্তু যথাযথ হিসাব না করেই উপজাতিদের হাতে কিছু অর্থ গুঁজে দেওয়া হয়েছে। উপজাতিরা এই অর্থ সঠিকভাবে কাজেও লাগাতে পারেনি। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের জমির কাগজপত্র না থাকায় বিকল্প জমির দাবিও তারা করতে পারেনি।

পুনর্বাসনের কর্মসূচীগুলি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, উপজাতিরা যে সব জায়গায় বাস করতে অভ্যস্ত, পুনর্বাসনের এলাকাগুলি ছিল তার তুলনায় একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। কখনও কখনও তাদের পাথুরে বা অনুর্বর জমি দেয়া হয়েছে। উপজাতিদের এ ভাবে উচ্ছেদের ফল দাঁড়িয়েছে, উচ্ছেদপ্রাপ্ত উপজাতিরা ইটভাটা ও অন্যান্য অসংগঠিত শিল্পে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের পার্টির বক্তব্য হচ্ছে, যেসব ক্ষেত্রে উচ্ছেদ একেবারেই এড়ানো সম্ভব নয়, সে সব ক্ষেত্রে প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হওয়ার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতিদের সঙ্গে কথা বলে তাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত একটি পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হবে। এই ধরনের গুচ্ছ কর্মসূচীতে কেবল আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথাই থাকবে না, থাকবে উচ্ছেদপ্রাপ্ত উপজাতিদের সাংস্কৃতিক চাহিদাসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে ক্ষয় পূরণের লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

৪. নারীদের মর্যাদা

সাধারণভাবে উপজাতি সমাজে নারীদের মর্যাদা বর্ণহিন্দু সমাজের চেয়ে উঁচুতে। উপজাতি জনসংখ্যায় পুরুষের চেয়ে নারীদের আনুপাতিক হার বেশি থাকার মধ্য দিয়ে এটা প্রতিফলিত হচ্ছে। বহু উপজাতি সমাজে নারীরা মর্যাদা ও সম্পত্তির ওপর অধিকারের প্রশ্নে পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করে। বহু উপজাতি সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নারীরা সক্রিয়। কিন্তু, প্রভুত্বকারী সমাজের বুর্জোয়া ও আধা- সামন্ততান্ত্রিক কুপ্রথাগুলি উপজাতি সমাজে প্রবেশ করার ফলে উপজাতি সমাজের ইতিবাচক দিকগুলি ক্ষয় পাচ্ছে। এসব কুপ্রথা ও প্রচার মাধ্যমগুলি নতুন প্রজন্মকেও প্রভাবিত করে চলেছে।

কনের পক্ষকে পণ দেওয়ার পরিবর্তে বর পক্ষকে পণ দেওয়ার প্রথা চালু হওয়া ও নারীদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়া এই প্রবণতারই ফল। ক্রমবর্দ্ধমান সর্বহারাকরণ প্রক্রিয়া ও তাদের সহজাত বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পরিণামে নারীদের আরও কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। অনেক দূর থেকে জল ও লাকড়ি সংগ্রহ করতে হয়। লাকড়ি ও সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে উপজাতি নারীরা বরাবরই বনরক্ষীদের যৌন লালসার শিকার হচ্ছেন।

উপজাতি নারীদের এক মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে— তারা ঠিকাদার, জমিদার, আমলা- অফিসার ও বৃহত্তর সমাজের ক্ষমতাবানদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আমরা অবশ্যই এগুলির প্রতিবাদ করব। উপজাতি সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান নারীদের সমমর্যাদার অধিকারগুলি সংরক্ষণ করতে ও তাকে উৎসাহিত করতে আমরা অবশ্যই সংগ্রাম করব। উপজাতি সমাজের ঐতিহ্যগত কিংবা ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট যে কোনও পশ্চাদমুখী প্রথা যা নারীদের ক্ষেত্রে মর্যাদাহানিকর, পার্টি অবশ্যই তার বিরোধিতা করবে। যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধেও আমাদের সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৫. সামাজিক নিপীড়ন

ভারতের পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক বিকাশের নিকৃষ্টতম চিত্রগুলির একটি হল উপজাতি জনগোষ্ঠীর ওপর নিষ্ঠুর শোষণব্যবস্থা কায়েম করা। পুঁজিবাদের বিরামহীন শ্রীবৃদ্ধি, নগদ অর্থের প্রতিপত্তি ও বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের নীতিসমূহের প্রভাবে উপজাতি জীবনের চিরাচরিত সামাজিক ব্যবস্থাগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। উপজাতি জীবনের সেই সাম্যভিত্তিক যৌথ ব্যবস্থা আজ অন্তর্হিত। পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক আঘাতে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের হাতে উৎপাদনের উপকরণ নেই। নেই আধুনিক সমাজের সম্মুখীন হওয়ার মত সামাজিক ও শিক্ষাগত দক্ষতা। তার উপর উপজাতিরা তাদের সহজাত সামাজিক ব্যবস্থা থেকে ছিটকে গিয়ে জমিদার, ঠিকাদার ও ছোট আমলাদের নির্মম শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, উপজাতিরা ক্রীতদাসের মত পরিস্থিতিতে কাজ করে। ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বিরাট সংখ্যক আদিবাসী নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় কিংবা অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হচ্ছে। তাদের এই মরশুমি স্থানান্তরের

সময় তারা ন্যূনতম মজুরি ও শ্রম আইনের সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক জায়গায় বেগার শ্রমিকদের মধ্যে উপজাতিরাও রয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার উপজাতিদের কাছে তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য প্রণীত আইনি রক্ষাকবচগুলি সাধারণত পৌঁছে না এবং অসংগঠিত থাকার সুবাদে তাদের জোরালো প্রতিবাদের সুযোগ ও অনুপস্থিত থেকে যায়।

উদারিকরণের নীতিসমূহের প্রভাব

বিগত এক দশকে উদারিকরণের নীতিসমূহ, বিশেষ করে উপজাতি জনগণের ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথমত, গণবন্টন ব্যবস্থার সংকোচন ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ হ্রাসের ফলে উপজাতি জীবনে চরম সংকট নেমে এসেছে। গণবন্টন ব্যবস্থা প্রত্যাহারের কারণে প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলাকা ও বনাঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ক্ষুধা ও অনাহারের ঘটনাবলী মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ উপজাতি জনগণ তাদের চিরাচরিত জীবিকা, ভূমি ও বনাঞ্চল থেকে বঞ্চিত হয়ে গণবন্টন ব্যবস্থায় সস্তা দরে সরবরাহ করা খাদ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। ওড়িষা, মহারাষ্ট্র, ছত্রিশগড় অথবা রাজস্থান, যেখানেই হোক না কেন, ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে মৃত্যুর খবর আসে প্রধানত উপজাতি এলাকা থেকেই।

দ্বিতীয়তঃ উপজাতি প্রধান এলাকায় অবস্থিত খনি ও খনিজ সম্পদের বিনিয়ন্ত্রণ ও বেসরকারিকরণের ফলে এগুলি ভারতীয় ও বিদেশী বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেছে। ইতোমধ্যে, ওড়িষা, ঝাড়খন্ড ও ছত্রিশগড়ে বক্সাইট ও খনিজ পদার্থের নতুন প্রকল্প নির্মাণের ফলে উপজাতি জনগণ জমিহারা হয়েছে। তাদের প্রতিবাদ নিষ্ঠুর পুলিশী নির্যাতনের দ্বারা দমন করা হয়েছে। শিল্প-কারখানা নির্মাণের জন্য উপজাতিদের উচ্ছেদ করার প্রবণতা বেড়েছে। রাষ্ট্র ও আমলাচক্র সুপ্রিম কোর্টের সমতা রায় মানতে আগ্রহী নয়। এই রায়ে ঘোষণা করা হয়েছে উপজাতি এলাকায় (৫ম তফসিলভুক্ত এলাকা) ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উপজাতিদের সম্মতি ছাড়া গড়ে তোলা যাবে না এবং এইসব প্রকল্প উপজাতিদের সমবায়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে হবে।

তৃতীয়ত : সরকারী বরাদ্দ কমানো ও বেসরকারিকরণের পদক্ষেপের

ফলে রাষ্ট্রের প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার যাবতীয় সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। অন্যদের মত সাধারণ উপজাতি জনগণ ব্যয় সাধ্য বেসরকারি শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না।

সুদখোর মহাজনদের দ্বারা উপজাতি শোষণ আরেকটি বড় সমস্যা। মহাজনদের ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই। তাদের অবস্থা গিয়ে দাঁড়ায় ভূমিদাসের মত। আজকের আদিবাসী জীবনের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই দাসত্বের বন্ধন। উদারিকরণের যাবতীয় প্রবণতার বিরোধিতা করে সমবায় ও ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উপজাতি জনগণকে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অবশ্যই আমাদের লড়াই চালাতে হবে।

উপজাতি এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মত মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। অন্যান্য এলাকার তুলনায় উপজাতি এলাকার রাস্তাঘাট ও সরকারি পরিবহনের অপ্রতুলতা এবং নিরক্ষরতা, মৃত্যু ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বেশি হওয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবে একের পর এক বুর্জোয়া-জমিদার সরকারগুলির অনুসৃত নীতি ও যাবতীয় শোষণ উপজাতিদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দিচ্ছে এবং তাদের জাতিসত্তায় সংকট ডেকে এনেছে। জাতিসত্তার প্রতি এই হুমকি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব ফেলছে এবং তাদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান ও রক্ষাকবচের দাবির পেছনে সক্রিয় রয়েছে।

অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে আলাদা হয়ে যাওয়া ও প্রভুত্বকারী বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের বাইরে একটা সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণে বাধ্য হওয়ার পেছনে যে সব সামাজিক- অর্থনৈতিক ঘটনাবলী ক্রিয়াশীল রয়েছে, কমিউনিস্টদের তা আরও ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

৬. শিক্ষার সুযোগের প্রভাব

বৃটিশ আমলে খৃষ্টান মিশনারী সংগঠনগুলির কাজকর্ম ছাড়া উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন রকম সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা ছিল না। স্বাধীন ভারতে শিক্ষায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন পরিকল্পনা সত্ত্বেও প্রকৃত বাস্তবতা হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নির্দিষ্ট রাজ্যগুলি ছাড়া বিশাল আদিবাসী

সম্প্রদায় প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির চৌহদ্দির বাইরেই রয়েছে। এমনকি এখনও কিছু এলাকায় যা কিছু সামান্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেগুলি খ্রীষ্টান সংগঠনগুলির দ্বারাই প্রদত্ত। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবহেলা আদিবাসী ও তপশিলী উপজাতিদের মধ্যে নিরক্ষরতার সর্বোচ্চ শতকরা হার সৃষ্টি করেছে।

৭. ভাষা ও সংস্কৃতি

উপজাতি সম্প্রদায়গুলির পরিচিতি বিলুপ্তির ভয় তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নকে সামনে এনে উপস্থিত করছে। উপজাতি লোকসংস্কৃতি হিসাবে খ্যাত বিষয়গুলির উন্নয়নের আমলাতান্ত্রিক অনুশীলন ছাড়া ভারতীয় বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র উপজাতিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক পরিচিতি, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের বিকাশের জন্য কোনরূপ মনোনিবেশ করেনি।

এখানে সাঁওতালী ও বোড়ো ভাষার মত বৃহত্তর উপজাতি ভাষাগুলি রয়েছে। এই ভাষাগুলি সংবিধানের ৮ম তফসিলের অর্ন্তভুক্ত করা এবং যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। 'অলচিকি' হরফ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। ককবরক ভাষা ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক সরকারীভাবে স্বীকৃত। অনুরূপভাবে উপজাতি সম্প্রদায়গুলি তাদের ভাষার উন্নয়নে উদ্যোগী হলে তাকে অবশ্যই সমর্থন জানাতে হবে— এমনকি তাদের সংখ্যা অল্প হলেও।

যতদূর পর্যন্ত সম্ভব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উপজাতি সংস্কৃতির ইতিবাচক ঐতিহ্যগুলি, বিশেষত তাদের আদিম সমতার নীতি ও যৌথ জীবনের অভ্যাসগুলি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং এগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে। অবশ্য কিছু এলাকায় নির্দিষ্ট সামাজিক নিপীড়নের প্রথাও বলবৎ রয়েছে। উপজাতি সংস্কৃতি রক্ষার নামে এগুলিকে গৌরবান্বিত করা যায় না। ডাইনি হত্যা অথবা বহুগামিতা অথবা কিছু নির্দিষ্ট অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চনা কিংবা কুসংস্কারমূলক প্রথা অনুসরণ করা ইত্যাদি যাই হোক না কেন, এ রকম সকল বিষয়েই উপজাতি জনগণের মধ্যে আমাদের কাজ হবে উপজাতি সমাজ থেকে এই প্রথাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে গণসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮. স্বায়ত্ত শাসন ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

উপজাতি জনগণের স্বার্থ ও পরিচিতি (জাতি সত্তা) রক্ষার প্রশ্নে গত দুই তিন দশক ধরে বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এই দাবিগুলি

ঝাড়খন্ড, বোড়োল্যান্ড ইত্যাদি পৃথক রাজ্যের দাবিতে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির নীতিগত অবস্থান হল, যে সকল লাগাতার অঞ্চলে উপজাতি জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অথবা যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বসবাস করছে, সে স্থান বা অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে হবে। এক্ষেত্রে সি পি আই (এম) ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে পথ দেখিয়েছে। সংবিধান সংশোধন করে ৬ষ্ঠ তফসিলের প্রদত্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে স্ব-শাসিত এলাকার উন্নয়নে পর্যাপ্ত ক্ষমতা তাদের হাতে প্রদান করা যায়। জাতি- উপজাতি জনগণের ঐক্য ভাঙ্গার জন্য দায়ী বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবিসমূহের মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি জনগণের স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ আছে যা অবশিষ্ট ভারতবর্ষের আদিবাসীদের থেকে আলাদা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল পাহাড়ী রাজ্যে (মনিপুর ও ত্রিপুরা ছাড়া) উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়ের মত রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় অনেক বেশি। মধ্য ভারতের উপজাতিদের মত তারা ঠিকেদার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের নিষ্ঠুর শোষণের শিকার নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যাটা ভিন্ন, সমস্যাটা আরও জটিল। এই অঞ্চলে বিশাল সংখ্যার উপজাতি সম্প্রদায়গুলি আছে যাদের স্বতন্ত্র জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিছু এলাকায় ভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধ রয়েছে। সমগ্র উপজাতি সমাজ দিল্লির বুর্জোয়া-জমিদার শাসনের কুফল ভোগ করে। সাধারণ সমস্যাগুলির কয়েকটা হল, অবহেলা নীতি, এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যর্থতা এবং এই অঞ্চলের জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতি অসংবেদনশীলতা। কেন্দ্রীয় আর্থিক অনুদান এবং উন্নয়ন তহবিল এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে অপসারণের সুযোগ নিয়ে একটি ক্ষুদ্র উন্নত অংশ লাভবান হওয়ার সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে। কয়েক দশক ধরে উপজাতি জনগণের মধ্য থেকেও এখন একটি শাসকশ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত ও প্রচন্ডভাবেই সুবিধাবাদী।

ব্যর্থ আশা আকাঙ্খা ও অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ভাবনা জন্ম নিয়েছে এবং শক্তিশালী হয়েছে। এই অঞ্চল সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনুকূল গণতান্ত্রিক বাতাবরণ বর্জন করে এবং জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি না দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিদ্রোহকে দমনের প্রচেষ্টা এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সীগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি ও জাতিগত বিরোধগুলি বাড়িয়ে তোলার জন্য এই ধরনের পরিস্থিতিকে ব্যবহার করছে। সুতরাং, উপজাতিদের সমস্যাগুলি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক অর্থনীতির সমস্যাগুলি সমাধানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেবলমাত্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রকৃত স্ব-শাসনসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় ও বিকেন্দ্রীভূত শাসন কাঠামোর প্রচলনই জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন আশা- আকাঙ্খাকে পূরণ করতে পারে।

আর এস এস ও হিন্দুত্ববাদী পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আর এস এস উপজাতি এলাকাগুলিতে তার কাজ বাড়িয়ে তুলেছে। তারা চার্চ ও খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবকে বাধা দিতে চায়। তাদের সংগঠন বনবাসী কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে তারা উপজাতি জনগণকে, যাদের সর্বপ্রাণবাদের বিশ্বাস ও দেশীয় পূর্জাচর্নাসহ নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি রয়েছে, তাদের হিন্দু বানাতে চায়। এই অশুভ পরিকল্পনা বর্ণবাদসহ উগ্রবাদী হিন্দু ধ্যান-ধারণাকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খ্রীষ্টান আদিবাসী ও অখ্রীষ্টান আদিবাসীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চায়। এ ধরণের ঝোঁক দেখা গেছে উড়িষা, ঝাড়খন্ড ও অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন অংশে।

আর এস এস আদিবাসীদের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চায়। তারা উপজাতিদের "আদিবাসী" (যার অর্থ আদিম জনগণ) হিসাবে স্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং তাদেরকে বনবাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে, যা আদিবাসীদের কেবলমাত্র বনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়। এর দ্বারা ইতিহাসকে তারা অস্বীকার করে। এখনকার আদিবাসীরা অনেকে তাদেরই বংশধর যারা শত শত বছর আগে বহিরাগতদের দ্বারা পর্যায়ক্রমিকভাবে উর্বর সমতল এলাকা থেকে পাহাড় ও বনাঞ্চলে বিতাড়িত হয়েছিল। কিন্তু আর এস এস উপজাতিদের "বনবাসী"

হিসাবে অমর্যাদা করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের রীতিনীতি তাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে।

আর এস এস কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত হচ্ছে। আর এস এস এর প্রভাবকে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে মোকাবেলা করার জন্য পার্টিকে উপজাতি জনগণের মধ্যে কাজ করতে হবে।

সি পি আই (এম) কে জাতি- উপজাতির ঐক্য শক্তিশালী করতে হবে এবং বিভেদকামী শক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে। কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষত উত্তর পূর্বাঞ্চলের চার্চ গ্রুপগুলির কিছু অংশ তাদের ধর্মীয় প্রভাবকে সংহত করার লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে মদত দিচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্দেশ্য জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে।

সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য

সি পি আই (এম) যখন উপজাতিদের বিশেষ সমস্যাগুলি নিয়ে সংগ্রাম করবে, তখন জাতি- উপজাতি শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলার জন্যও কাজ করবে। উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও শ্রেণি বিভাজন হচ্ছে। সি পি আই (এম) উপজাতি মেহনতি জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে এবং অ-উপজাতি গ্রামীণ গরীব জনগণের সঙ্গে তাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। নির্যাতিত জাতি-উপজাতি উভয় অংশের বৃহত্তর ঐক্য ছাড়া উপজাতিদের উপর আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে সফলভাবে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়।

উপসংহার

সি পি আই (এম) এর কাছে উপজাতি সমস্যাটি শুধুমাত্র অত্যন্ত কম সংখ্যক একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তা রক্ষা কিংবা অধিকার রক্ষার প্রশ্ন নয়। এটা শ্রেণিগত প্রশ্নও। লক্ষ লক্ষ উপজাতি জনগণ রয়েছে যারা ভূমিহীন গ্রামীণ গরীব, আধা- সর্বহারা অথবা শ্রমিকশ্রেণি। তাদের নিয়ে ভারতবর্ষের সর্বহারাশ্রেণির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠিত। শ্রমিক, কৃষি, মজুর ও গরীব কৃষক হিসাবে তাদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তাদেরকে আমাদের সংগঠিত করতে হবে। অ-উপজাতি মেহনতি অংশসহ সকলের মিলিত সাধারণ আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এটা সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে। একই সঙ্গে তাদের বিশেষ সমস্যা, যেমন জমি থেকে উচ্ছেদ

হওয়া, বনাঞ্চল ও বনজ সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার, বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণি ও ঠিকেদারদের নিষ্ঠুর শোষণের পরিসমাপ্তি টানা এবং তাদের জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশ ইত্যাদির উপর আমাদের নজর দিতে হবে।

তার জন্য যেখানেই প্রয়োজন হবে সেখানেই উপজাতি গণসংগঠন আমরা অবশ্যই গড়ে তুলব, যে মঞ্চ তাদের নির্দিষ্ট দাবিগুলি তুলবে এবং তাদের সঙ্গে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংযোগ স্থাপন করবে। সাথে সাথে শ্রেণি ও গণআন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে।

উপজাতি জনগণের দাবিসনদ

উপজাতি জনগণের উন্নততর জীবনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে দাবিসনদ গঠিত হওয়া উচিত ঃ

১। উপজাতিদের জমি হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে; প্রচলিত আইনের ফাঁকগুলি বন্ধ করতে হবে। আদিবাসীদের হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে। উপজাতিদের জমির রেকর্ডগুলি রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতে হবে। ৫ম তফসিলের আওতাধীন তফসিলভুক্ত এলাকাগুলিতে শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সমতা রায়ের প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

২। সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলিকে অন্যান্য অংশের ভূমিহীনসহ ভূমিহীন আদিবাসীদের মধ্যে বিলি-বন্টন করতে হবে। দুর্গম উপজাতি অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার সুযোগ দিতে হবে। বনহীন বনভূমি উপজাতিদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

৩। বন আইনকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে করে বনের বাসিন্দা আদিবাসীদের বনাঞ্চলে প্রবেশ ও বনজ সম্পদকে ব্যবহারের অধিকার স্বীকৃত হয়। সামাজিক পরিচালনার মধ্য দিয়ে বনসৃজনে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

৪। বনের বাসিন্দা এবং তাদের প্রতিবেশি আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগণকে বনজ সম্পদ ব্যবহারের অধিকার দিতে হবে। বনরক্ষীদের অত্যাচার অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। বনজসম্পদ বাজারজাত করার জন্য

সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এই সমবায়গুলি আমলাতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বনজ সম্পদ উৎপাদনকারী হিসাবে আদিবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত হতে হবে।

৫। যেখানে উচ্ছেদ ঘটবে, সেখানে পুনর্বাসনের ব্যাপক এবং গ্রহণযোগ্য গুচ্ছ কর্মসূচী ছাড়া কোনও শিল্পায়ন বা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। উচ্ছেদের আগে অথবা প্রকল্পের কাজ শুরুর আগেই এই ধরনের পুনর্বাসনের কর্মসূচী অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যারা ইতোমধ্যে উচ্ছেদ হয়েছে তাদের কাজ ও পুনর্বাসন দিতে হবে।

৬। জমি ও অন্যান্য সামাজিক সম্পদে নারীদের সমান অধিকার থাকতে হবে। নারীদের মর্যাদাহানিকর প্রথাগুলির পরিসমাপ্তির জন্য প্রচারান্দোলন অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। উপজাতিদের সমাজে অনুপ্রবিষ্ট পণপ্রথাকে অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে। ডাইনি সন্দেহে হত্যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

৭। পানীয় জলের প্রশ্নে উপজাতি নারীদের কঠোর পরিশ্রমের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য প্রত্যন্ত উপজাতি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের কাজকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বনজ সম্পদ ও লাকড়ি সংগ্রহে কর্মরত আদিবাসী নারীদের উপর যৌন নির্যাতনকারীদের অবশ্যই কঠোর শাস্তি দিতে হবে। উপজাতি উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলিতে উপজাতি মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া উচিত। কাজ করার জায়গাগুলিতে উপজাতি নারীদের যৌন শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

৮। দাদন বা অতিরিক্ত সুদ যা আদিবাসীদের শোষণ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা জোরদার করতে হবে। সমস্ত শ্রম আইন লঙ্ঘন করে বেগার শ্রম ও উপজাতি নারী-পুরুষদের শোষণ কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। এস/সি এবং এস/টি দের উপর নিপীড়ন প্রতিরোধক আইনগুলি যথাযথভাবে কার্যকরী করতে হবে।

৯। সরকারী গণবন্টন ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে, যাতে করে সকল উপজাতি এলাকায় ন্যায্যমূল্যের দোকান এবং সমবায়সমূহ থাকে। তপশিলীভুক্ত এলাকা অথবা তার বাইরে সকল উপজাতি এলাকা অবশ্যই এমন একটা সার্বজনীন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে সকল উপজাতি

পরিবার খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভর্তুকিতে পাবে। অন্তোদয় স্কীমকে প্রসারিত করতে হবে।

১০। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক উপজাতিদের জন্য বিশেষ বহুমুখী শিক্ষা কর্মসূচীগুলির উন্নতিবিধান করতে হবে। উপজাতি প্রধান এলাকায় উপজাতি যুবকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। উপজাতি মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কীম চালু করতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে উপজাতিদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে।

১১। চাকুরি ও শিক্ষার সকল স্তরেই এস/টি কোটা সংরক্ষণ কার্যকরী করতে হবে। নকল এস/টি সার্টিফিকেট প্রদান বন্ধ করতে হবে। দুর্গম উপজাতি এলাকাগুলিতে সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১২। সকল উপজাতি ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সাঁওতাল, বোড়োর মত বৃহত্তর উপজাতি ভাষাগুলিকে সংবিধানের ৮ম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উপজাতিদের আদি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি যা সাম্য ও যৌথ চেতনাকে লালন- পালন করে, সেগুলিকে বর্জন করার উদ্যোগের বিরোধিতা করতে হবে। বাণিজ্যিকিকরণ ও বুর্জোয়া মূল্যবোধের অনুপ্রবেশের কারণে উপজাতি যুব সমাজে ক্রমবর্ধমান সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করতে হবে। সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও উপজাতি সম্প্রদায়গুলির সাংস্কৃতিক নমনুাভিত্তিক সৃজনশীল লোকসংস্কৃতি সমূহের সযত্নে উন্নতিবিধান করতে হবে।

১৩। উপজাতিদের সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে হবে। সংবিধান সংশোধন করে ৬ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। যে সব রাজ্যে লাগাতার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল রয়েছে, সেই সব রাজ্যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করতে হবে। ৫ম তফসিলভুক্ত এলাকাগুলিতে মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচিত স্ব-শাসিত পরিষদ গঠন করতে হবে।

সারা ভারতে উপজাতি জনসংখ্যার শতকরা হিসাব
(২০০১ ও ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে)

রাজ্য/ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল কোড	সর্বভারতীয় রাজ্য/ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	উপজাতি জনসংখ্যার শতকরা হার ২০০১			উপজাতি জনসংখ্যার শতকরা হার ২০১১		
		মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ভারত	**৮.২**	**১০.৪**	**২.৪**	**৮.৬**	**১১.৩**	**২.৮**
০১	জম্মু এবং কাশ্মির	১০.৯	১৩.৮	২.০	১১.৯	১৫.৪	২.৫
০২	হিমাচল প্রদেশ	৪.০	৪.৩	১.৩	৫.৭	৬.১	২.৬
০৩	পাঞ্জাব		তথ্য নাই			তথ্য নাই	
০৪	চন্ডিগড়		তথ্য নাই			তথ্য নাই	
০৫	উত্তরাখন্ড	৩.০	৩.৮	০.৭	২.৯	৩.৮	০.৯
০৬	হরিয়ানা		তথ্য নাই			তথ্য নাই	
০৭	এন সি টি অফ দিল্লী		তথ্য নাই				
০৮	রাজস্থান	১২.৬	১৫.৫	২.৯	১৩.৫	১৬.৯	৩.২
০৯	উত্তর প্রদেশ	০.১	০.১	০.০	০.৬	০.৭	০.২
১০	বিহার	০.৯	১.০	০.৫	১.৩	১.৪	০.৬
১১	সিকিম	২০.৬	২১.২	১৫.৯	৩৩.৮	৩৬.৬	২৫.৫
১২	অরুনাচল প্রদেশ	৬৪.২	৬৯.৭	৪৩.৪	৬৮.৮	৭৪.১	৫১.০
১৩	নাগাল্যান্ড	৮৯.১	৯৩.৭	৬৭.১	৮৬.৫	৯২.৮	৭০.৮
১৪	মণিপুর	৩৪.২	৪৪.৪	৬.১	৩৫.১	৪৫.৬	১৩.৪

১৫	মিজোরাম	৯৪.৫	৯৬.৩	৯২.৬	৯৪.৪	৯৬.৬	৯২.৫
১৬	ত্রিপুরা	৩১.১	৩৬.৫	৪.৭	৩১.৮	৪১.২	৫.১
১৭	মেঘালয়	৮৫.৯	৯০.২	৬৮.৩	৮৬.১	৯০.১	৭০.৪
১৮	আসাম	১২.৪	১৩.৬	৪.৫	১২.৪	১৩.৭	৫.০
১৯	পশ্চিম বাংলা	৫.৫	৭.২	১.২	৫.৮	৭.৮	১.৫
২০	ঝাড়খন্ড	২৬.৩	৩১.০	৯.৮	২৬.২	৩১.৪	৯.৮
২১	উড়িষ্যা	২২.১	২৪.৬	৮.১	২২.৮	২৫.৭	৮.৫
২২	ছত্তিশগড়	৩১.৮	৩৭.৬	৮.৪	৩০.৬	৩৬.৯	১০.০
২৩	মধ্যপ্রদেশ	২০.৩	২৫.৮	৪.৯	২১.১	২৭.২	৫.২
২৪	গুজরাট	১৪.৮	২১.৬	৩.২	১৪.৮	২৩.১	৩.৫
২৫	দাদরা ও নগর হাবেলি	৬২.২	৭৪.৯	১৯.৪	৫২.০	৮২.৪	১৭.২
২৬	দমান এবং দিউ	৮.৮	১১.১	৪.৯	৬.৩	১২.৬	৪.২
২৭	মহারাষ্ট্র	৮.৯	১৩.৪	২.৭	৯.৪	১৪.৬	৩.০
২৮	অন্ধ্রপ্রদেশ	৬.৬	৮.৪	১.৮	৭.০	৯.৩	২.৪
২৯	কর্নাটক	৬.৬	৮.৪	২.৯	৭.০	৯.২	৩.৫
৩০	গোয়া	০.০	০.০	০.১	১০.২	১৫.৯	৬.৮
৩১	লাক্ষাদ্বীপ	৯৪.৫	৯৫.৬	৯৩.১	৯৪.৮	৯৫.২	৯৪.৭
৩২	কেরালা	১.১	১.৫	০.২	১.৫	২.৫	০.৩
৩৩	তামিলনাড়ু	১.০	১.৬	০.৪	১.১	১.৮	০.৪
৩৪	পন্ডীচেরী		তথ্য নাই			তথ্য নাই	
৩৫	আন্দামান ও নিকোবর	৮.৩	১১.৯	০.৯	৭.৫	১১.৩	১.৩

উপজাতি দফাওয়াড়ি ত্রিপুরা রাজ্য ও জেলা ভিত্তিক তালিকা

(২০১১ জনগণনা অনুসারে)

উপজাতি দফা	মোট		গ্রাম		শহর	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			ত্রিপুরা রাজ্য			
সর্বমোট উপজাতি সংখ্যা	৫০৪,৩২০	৪৮৯,১০৬	৪৯১,০৮০	৪৭৬,৯১৭	১৩,২৪০	১২,১৮৯
ভীল	১,২১০	১,১২৬	১,২০৩	১,১২০	৭	৬
ভূটিয়া	১৭	১২	৯	৪	৮	৮
চাইমল	১১৫	১১১	১০৭	১০৮	৮	৩
চাকমা	৩২,৯৫১	৩১,৩৪২	৩২,৫৩৪	৩০,৯৬০	৪১৭	৩৮২
গারো	৫,৬১৩	৫,৫৬৭	৫,৫২২	৫,৪৯৮	৯১	৬৯
হালাম	২৩,৮৬১	২৩,৩৮৪	২৩,৬১২	২৩,১৮৪	২৪৯	২০০
জমাতিয়া	৩৭,৫৪২	৩৭,৪০৭	৩৭,০৪৫	৩৭,১২৯	৪৯৭	২৭৮
খাসিয়া	৩৪২	২৮৮	৩৪২	২৮৪	০	৪
কুকী অন্যান্য সাব- ট্রাইবসহ	৫,৮৯৪	৫,৭৮০	৫,৮২২	৫,৭২৬	৭২	৫৪
লেপচা	৫৩	৫২	৪৯	৪৪	৪	৮
লুসাই	২৪২৪	২৩৫৩	২৪১৪	২৩৪৪	১০	৯
মগ	১৫৩৯৩	১৪৯৯২	১৫২২১	১৪৮৫৮	১৭২	১৩৪
মুন্ডা, কাউর	৬৩৬৭	৬০৪৯	৬২৬০	৫৯৪৯	১০৭	১০০
নোয়াতিয়া	৩৪০১	৩২৫৪	৩৩৯৪	৩২৫০	৭	৪
ওরাঙ	৩২০০	৩০২৩	৩০৮৩	২৯৪৫	১১৭	৭৮
রিয়াং	৮৪১৫৫	৮০৯৪৮	৮৩৮২৪	৮০৭০৯	৩৩১	২৩৯
সাঁওতাল	১১৮৯	৯৬২	১১৫২	৯৩০	৩৭	৩২
ত্রিপুরা, ত্রিপুরী টিপারা	২৭৫৭৮৪	২৬৮০৬৪	২৬৫১৬৬	২৫৭৯৪১	১০৬১৮	১০১২৩
উচাই	১০৩২	১০৭১	১০২৭	১০৬৯	৫	২
			পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা			
মোট উপজাতি সংখ্যা	১৯৬০৯৪	১৯০৯৮৭	১৮৬১১৭	১৮১০৫০	৯৯৭৭	৯৯৩৭
ভীল	১৪	২৮০	৩১১	২৭৯	৩	১
ভূটিয়া	৭	৮	৩	২	৪	৬
চাইমল	২	১	০	১	২	০
চাকমা	২১২	১৮৬	৩৯	৮	১৭৩	১৭৮
গারো	৮৮৬	৮৭৩	৮৪১	৮৩৬	৪৫	৩৭
হালাম	৫৬৬৬	৫৬২১	৫৫৪৬	৫৫২৮	১২০	৯৩
জমাতিয়া	৬৪০০	৫৯৬৫	৬২০৪	৫৮২৩	১৯৬	১৪২
খাসিয়া	১০১	৮৩	১০১	৭৯	০	৪

কুকী অন্যান্য সাব- ট্রাইবসহ	১৪৭০	১৫১৫	১৪১৯	১৪৭৩	৫১	৪২
লেপচা	৩০	৩১	২৯	২৯	১	২
লুসাই	৪২	২০	৩৭	১৭	৫	৩
মগ	২২২	২০১	১৫১	১৪৭	৭১	৫৪
মুন্ডা, কাউর	৩৫২০	৩৩৮৭	৩৪৫৭	৩৩৩৮	৬৩	৪৯
নোয়াতিয়া	১৭৮৯	১৬৮৩	১৭৮২	১৬৮০	৭	৩
ওরাঙ	১১৬৬	১০৪৩	১১১৯	১০১৯	৪৭	২৪
রিয়াং	১৫৭৬	১৩৯৯	১৪৫০	১৩১৯	১২৬	৮০
সাঁওতাল	১০২১	৮৪৯	১০০১	৮২৭	২০	২২
ত্রিপুরা, ত্রিপুরী টিপারা	১৬৯০৯২	১৬৫৪৯৫	১৬০৪৭৭	১৫৬৭০৮	৮৬১৫	৮৭৮৭
উচাই	৩২	২১	২৯	১৯	৩	২

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

সর্বমোট উপজাতি সংখ্যা	১৪৬,০৫১	১৪৩৪৬৮	১৪৪৯৪০	১৪২৮৭৫	১১১১	৫৯৩
ভীল	৭৬১	৭২৯	৭৫৯	৭২৭	২	২
ভূটিয়া	৩	২	৩	২	০	০
চাইমল	২৪	২৬	২৪	২৬	০	০

চাকমা	৮০৯০	৭৯৩৭	৮০৬৫	৭৯২০	২৫	১৭
গারো	২৩৯৩	২৪৩৩	২৩৮২	২৪২৯	১১	৪
হালাম	৯৭৯২	৯৬২৮	৯৭৮৬	৯৬২৫	৬	৩
জমাতিয়া	২৯৭৬৮	৩০১৫০	২৯৪৯৪	৩০০২৭	২৭৪	১২৩
খাসিয়া কুকী অন্যান্য সাব- ট্রাইবসহ	৩৯৬	৩৭৪	৩৯১	৩৭৪	৫	০
লেপচা	৯	৫	৯	৪	০	১
লুসাই	২৬	২১	২৬	২১	০	০
মগ	১২৫১০	১২১৯৬	১২৪৭৪	১২১৬৩	৩৬	৩৩
মুন্ডা, কাউর	১০৬৩	১০৬২	১০৫৮	১০৫৯	৫	৩
নোয়াতিয়া	১১৮৩	১১৪৮	১১৮৩	১১৪৮	০	০
ওরাঙ	৭৭	৪৫	৭৩	৪১	৪	৪
রিয়াং	২৫১১৩	২৪৫৮৫	২৫০৩৩	২৪৫৪০	৮০	৪৫
সাঁওতাল	১১	২	৭	০	৪	২
ত্রিপুরা, ত্রিপুরী টিপারা	৫৩৪৭৪	৫১৮৫৯	৫২৮২৯	৫১৫০৮	৬৪৫	৩৫১
উচাই	৯৮০	১০৩৫	৯৭৮	১০৩৫৮	২	০

ধলাই জেলা

সর্বমোট উপজাতি সংখ্যা	৮৫০৯৯	৮১২২৭	৮৩৮৯৯	৮০২৭১	১২০০	৯৫৬
ভীল	২	৩	০	০	২	৩

ভূটিয়া	নাই	০	০	০	০	০
চাইমল	৩৪	৪৬	৩৪	৪৬	০	০
চাকমা	১২৩০০	১১৬৪২	১২২৭২	১১৬২৬	২৮	১৬
গারো	২০৫৫	২০৩১	২০২৬	২০০৭	২৯	২৪
হালাম	৪৬৩৭	৪৫০৮	৪৫২৫	৪৪১৬	১১২	৯২
জমাতিয়া	১৩৩২	১২৮৫	১৩১৪	১২৭৬	১৮	৯
খাসিয়া	৮২	৬৯	৮২	৬৯	০	০
কুকী অন্যান্য						
সাব- ট্রাইবসহ	১১২৪	১১১৭	১১২০	১১১৪	৪	৩
লেপচা	নাই		০	০	০	০
লুসাই	১০	১০	৮	৬	২	৪
মগ	১৯০৪	১৮৬৫	১৮৭৬	১৮৪৩	২৮	২২
মুন্ডা, কাউর	৬৪৫	৫৭৯	৬১৭	৫৪৬	২৮	৩৩
নোয়াতিয়া	৪২৪	৪২০	৪২৪	৪২০	০	০
ওরাঙ	১২০	৭৬	৮৬	৫৪	৩৪	২২
রিয়াং	১৬৪৭৫	১৫৬৭৬	১৬৩৬৮	১৫৫৮৬	১০৭	৯০
সাঁওতাল	৩৬	২৬	৩০	১৯	৬	৭
ত্রিপুরা, ত্রিপুরী						
টিপারা	৪৩৬৫১	৪১৬৪৮	৪২৮৫২	৪১০১৮	৭৯৯	৬৩০
উচাই	৭	৪	৭	৪	০	০

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

সর্বমোট উপজাতি						
সংখ্যা	৭৭০৭৬	৭৩৪২৪	৭৬১২৪	৭২৭২১	৯৫২	৭০৩
ভীল	১৩৩	১১৪	১৩৩	১১৪	০	০
ভূটিয়া	৭	২	৩	০	৪	২
চাইমল	৫৫	৩৮	৪৯	৩৫	৬	৩
চাকমা	১২৩৪৯	১১৫৭৭	১২১৫৮	১১৪০৬	১৯১	১৭১
গারো	২৭৯	২৩০	২৭৩	২২৬	৬	৪
হালাম	৩৭৬৬	৩৬২৭	৩৭৫৫	৩৬১৫	১১	১২
জমাতিয়া	৪২	৭	৩৩	৩	৯	৪
খাসিয়া	১৫৯	১৩৬	১৫৯	১৩৬	০	০
কুকী অন্যান্য						
সাব- ট্রাইবসহ	২৯০৪	২৭৭৪	২৮৯২	২৭৬৫	১২	৯
লেপচা	১৪	১৬	১১	১১	৩	৫
লুসাই	২৩৪৬	২৩০২	২৩৪৩	২৩০০	৩	২
মগ	৭৫৭	৭৩০	৭২০	৭০৫	৩৭	২৫
মুন্ডা, কাউর	১১৩৯	১০২১	১১২৮	১০০৬	১১	১৫
নোয়াতিয়া	৫	৩	৫	২	০	১
ওরাঙ	১৮৩৭	১৮৫৯	১৮০৫	১৮৩১	৩২	২৮
রিয়াং	৪০৯৯১	৩৯২৮৮	৪০৯৭৩	৩৯২৬৪	১৮	২৪
সাঁওতাল	১২১	৮৫	১১৪	৮৪	৭	১
ত্রিপুরা, ত্রিপুরী						
টিপারা	৯৫৬৭	৯০৬২	৯০০৮	৮৭০৭	৫৫৯	৩৫৫
উচাই	১৩	১১	১৩	১১	০	০